বর্ষ ২
সংখ্যা ১
জানুয়ারি- মার্চ ২০০৩

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় ঘাসফুল স্কুলের অধিকারবঞ্চিত ৭৬৫ শিশু সরকারী বই পেল

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ঘাসফুল পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিই) কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীরা এবার প্রাথমিক স্তরে সরকারী বিনামূল্যের বই পেয়েছে। সরকারের একজন মন্ত্রী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং ডবলমুরিং থানা শিক্ষা অফিসারের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় অধিকার বঞ্চিত শিশুদের এই অধিকার পূরণে সক্ষম হয়েছে ঘাসফুল।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতে নতুন তিনটিসহ মোট ২৬টি কেন্দ্রে ঘাসফুল এনএফপিই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতদিন ধরে এ সব শিশুদের জন্য বাজার থেকে বই কেনা হতো। প্রথমে ব্র্যাক এবং পরবর্তীতে সরকারী কারিকুলাম অনুযায়ী এসব শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের পাঠদান করা হচ্ছে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে বিনামূল্যের সরকারী বইয়ের জন্য চট্টগ্রাম বিভাগীয় শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা জেলা শিক্ষা অফিসে যোগাযোগের কথা বলেন। সেখানে সরকারী বই বিতরণের নীতিমালা ধরিয়ে দিয়ে বলা হয় যে, এনজিও পরিচালিত স্কুলে বই বিতরণের নিয়ম নেই। যথারীতি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ডবলমুরিং থানা শিক্ষা অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। ইতিমধ্যে চট্টগ্রামের একজন মন্ত্রীর সাথে ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক যোগাযোগ করলে মন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। জেলা ও থানা শিক্ষা অফিসার ডবলমুরিং থানাধীন সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের উদ্বৃত্ত বই ঘাসফুলকে প্রদানের জন্য চিঠি দেন।

উক্ত চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা ডবলমুরিং থানার ২২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীর ৩৭৫ সেট এবং ৫ম শ্রেণীর ৩৯০ সেট বই সংগ্রহ করে। উল্লেখ্য, শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করলেও ঘাসফুল স্কুলে কেবল দু'টি শ্রেণী থাকে। এবার কেবল ১ম ও ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রয়েছে।

শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার হলেও নানা কারণে এই নগর বস্তির হাজার হাজার শিশু শিক্ষা বঞ্চিত থেকে যায়। এ ধরনের অধিকারবঞ্চিত শিশুদের অধিকার রক্ষায় ঘাসফুল অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি এনএফপিই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব শিশুদের শিক্ষা উপকরণ এতদিন দাতা সংস্থার অর্থানুকূল্যে সরবরাহ করা হলেও ঘাসফুল একক প্রচেষ্টায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকার পূরণে সক্ষম হলো। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী এনজিওদের বই প্রদানের প্রচলন না থাকায় ধরে নেয়া যায় ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থীরাই প্রথম এ অধিকার পেল। শিশুদের শিক্ষার অধিকার পূরণে ঘাসফুলও একইসাথে অগ্রণী হয়ে থাকলো।

অন্য পাতায়

সম্পাদকীয়/নিবন্ধ	৩
কেস স্টাডি	৪
নারী দিগন্ত	৫
সংবাদ	২, ৪, ৫ ও ৬

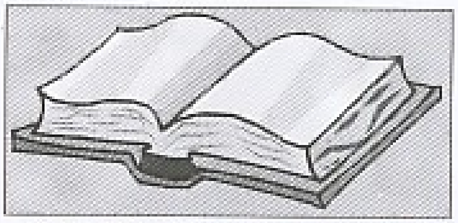

নারী দিবসে রিজিওনাল জেন্ডার ফোরামের আলোচনা সভায়

নারীদের কথা বললেন সুফিয়া ও মিলন

চট্টগ্রামের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত 'রিজিওনাল জেন্ডার ফোরাম'-এর উদ্যোগে গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে ঘাসফুল। কর্মসূচির

বিশ্ব নারী দিবসে আলোচনায় সুফিয়া বেগম

মধ্যে ছিল সকালে র‍্যালী এবং বিকেলে আলোচনা সভা ও আলেখ্যানুষ্ঠান।

নগরীর আউটার স্টেডিয়াম থেকে শুরু হওয়া র‍্যালীটি চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। ঘাসফুল স্কুলের কয়েক জন শিক্ষিকা র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন।

এদিকে, নারী দিবস উপলক্ষে বিকেলে গরিব উল্যাহ শাহ'র মাজারের পেছনে ডেবারপাড় এলাকায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, সংস্থার উপকারভোগী সুফিয়া বেগম ও মিলন বেগম বক্তব্য রাখেন। মিসেস রহমান তার বক্তব্যে বলেন,

(পৃষ্ঠা ২-এ দেখুন)

চট্টগ্রামে এএবি'র নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর নাসরীন হক

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদানের পর পরই সংগঠনের সাউথইস্ট রিজিয়ন সফর করেছেন মিসেস নাসরীন হক।

নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টরের চট্টগ্রাম সফর উপলক্ষে গত ২১ জানুয়ারি সাউথইস্ট রিজিয়নের সম্মেলন কক্ষে রিজিয়নের অধীন সকল দীর্ঘ মেয়াদী (ডিএ) ও স্বল্প মেয়াদী (নন ডিএ) অংশীদারদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালকের অনুপস্থিতিতে অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান অংশগ্রহণ করেন।

এতে উপস্থিত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের নিজ নিজ সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টরকে অবহিত করেন। অংশীদারদের দিক থেকে তারা এ্যাকশনএইডকে কিভাবে দেখতে চান-এএবি'র এমন একটি প্রত্যাশার জবাবে অংশগ্রহণকারী নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন।

সংবাদ

ইসলামিয়া ডিগ্রী কলেজে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ

এইডসের জন্য অবাধ যৌনাচারই দায়ী

ইসলামিয়া ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ রেজাউল কবির বলেছেন, অবাধ যৌনাচারই হলো এইডস রোগের প্রধান কারণ। কলেজ মিলনায়তনে ঘাসফুলের আয়োজনে গত ২৪ মার্চ 'এসটিডি, এইচআইভি/ এইডস সচেতনতা' শীর্ষক এক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন।

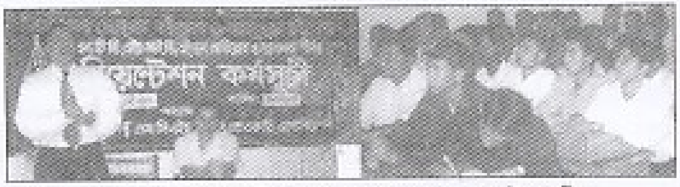

বক্তব্য রাখছেন ইসলামিয়া ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ রেজাউল কবির

অধ্যক্ষ রেজাউল কবির আরো বলেন, অবাধ যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত এই ঘাতক ব্যাধি থেকে আমাদের নিস্তার নেই। তিনি বলেন, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে সততার সাথে যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা গেলে আমরা এইডস থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি।

অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডা. সায়েমা আক্তার। তিনি এইডস নিয়ে সাম্প্রতিক বিভিন্ন তথ্যাদি তুলে ধরার পাশাপাশি এ রোগের কারণ, প্রতিকার, নিয়ন্ত্রণের উপায়, রোগ নিরূপণ, এইডস-এর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

ডা. সায়েমা আক্তার বলেন, সৎ ও সুস্থ জীবন-যাপন, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাথে বিশ্বস্ত সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা এবং সর্বোপরী ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এই মরণব্যাধির বিস্তার রোধ সম্ভব। তিনি ছাত্রদের এইডস ও যৌন রোগ বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলেজ ছাত্র সংসদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জাহেদ আহমেদ। ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার মো: খবীর উদ্দিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি আয়োজনের বিষয়ে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কমিউনিটি মোবিলাইজার মোঃ শাহ আলম।

এইডস বিষয়ক পিয়ার এডুকেটর প্রশিক্ষণ প্রদান

এইডস প্রতিরোধে ঘাসফুলের বহুমুখী কর্মসূচির অন্যতম হলো পিয়ার এডুকেটর গ্রুপ তৈরী এবং তাদের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা। পিয়ার এডুকেটর গ্রুপ তৈরীর লক্ষ্যে গত ২৭ জানুয়ারি সংগঠনের কেন্দ্রে ৯ সদস্যের একটি দলকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এদের মধ্যে সাত জন পুরুষ এবং বাকী দু'জন নারী। এ গ্রুপের সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় আরো গ্রুপ তৈরীর মাধ্যমে এইডস বিষয়ে চলমান অভিযানকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ঘাসফুল বার্তা পর্যালোচনা ও প্রস্তুতি সভা

ঘাসফুল বার্তার পূর্ববর্তী বছরে প্রকাশিত চারটি সংখ্যার পর্যালোচনা এবং চলতি সংখ্যা প্রস্তুতি উপলক্ষে এক সভা গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল বার্তার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য ও দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের নির্বাহী সম্পাদক এ এইচ এম নাসির, সম্পাদকীয় পরিষদ সদস্য মফিজুর রহমান, নির্বাহী সম্পাদক শাহাব উদ্দিন নীপু উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল বার্তার পর্যালোচনা সভায় সদস্যবৃন্দ

পর্যালোচনা বৈঠকে আলোচকবৃন্দ ঘাসফুল বার্তার নিয়মিত প্রকাশনার প্রশংসা করেন। তারা এর ভালো ও দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরেন এবং ঘাসফুল বার্তাকে আরো সমৃদ্ধ করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। এভাবে প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশের পর অনুরূপ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শেষ পৃষ্ঠার পর

তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এ কেন্দ্রের সদস্য মিলন বেগম, লিলি বেগম, তাহেরা, মাফিয়া প্রমুখ। একটি সার্কেল গঠন, সার্কেল থেকে উন্নয়ন কেন্দ্রে পরিণত করা, সার্কেলের নিয়মিত কাজের পাশাপাশি বাড়তি উদ্যোগ গ্রহণ, সফল বাস্তবায়ন, নিজেরা সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম শুরু করা, ব্যাংক একাউন্ট খোলা-নানা সাফল্য গাঁথা উঠে আসে তাদের কথায়।

বক্তারা বলেন, নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি, স্বামীকে স্বাবলম্বী করা, সন্তানের শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার যে উদ্যোগ বস্তির কিছু নারী গ্রহণ করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর, অনুকরণীয়। স্বশিক্ষিত এ নারীদের উদ্যোগের সাথে তারা একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তারা বলেন, উঠতি যুব সমাজকে বিপথগামীতার হাত থেকে রক্ষার জন্য এখনই উদ্যোগ নিতে হবে এবং এই উদ্যোগ গ্রহণে মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্র কিন্তু অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এই উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্যও ৫০ টাকা সদস্য ফি এবং মাসিক ফি পাঁচ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরবর্তীতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমও পরিচালনার বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদ্বয় এ এলাকায় ঘাসফুল-এর আগমনকে স্বাগত জানান। তারা ঘাসফুল-এর দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী পথ চলার অংশীদার হওয়ার আগ্রহও প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তারা বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে ঘাসফুল-এর সহযোগিতা কামনা করেছেন।

বক্তারা আরো বলেন, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন তথা অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের সহায়ক হিসেবে ঘাসফুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং তা অব্যাহত থাকবে।

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার ক্রমাগত হুমকির এই ক্রান্তি লগ্নে বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমাদের সামনে এসেছে। ইরাকে নিরীহ নারী ও শিশুরা যাতে সহিংসতা থেকে রক্ষা পেতে পারে সে লক্ষ্যে আমাদের করণীয় খোঁজার আহ্বান জানান তিনি।

ঘাসফুলের উপকারভোগী সুফিয়া বেগম তার ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। নারী হিসেবে নানা বঞ্চনার শিকার হলেও ঘাসফুলের সহায়তায় তিনি আবার নতুন করে বাঁচতে শিখেছেন বলে তিনি অকপট স্বীকারোক্তি প্রকাশ করেন।

মিলন বেগম বলেন, বস্তি এলাকায় নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে। তবে সার্কেল (রিফ্লেক্ট) হওয়াতে তারা অনেক কিছু জানতে, বুঝতে, শিখতে পারছেন। তিনি এ দিবসের তাৎপর্য পিছিয়ে পড়া নারীদের মাঝে তুলে ধরার আহ্বান জানান।

প্রসঙ্গত, রিজিওনাল জেন্ডার ফোরামের নারী দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রেস যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করেছে ঘাসফুল।

বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ২, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩

কোরআনের বাণী

শয়তানের যাবতীয় ওয়াদাই প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। (সুরা : আন নিসা, আয়াত : ৬২০)

এফএনবি'র যাত্রা

বাংলাদেশের এনজিও সেক্টরের আনুষ্ঠানিক বিভক্তির মধ্য দিয়ে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি জন্ম নিয়েছে এনজিওসমূহের নতুন শীর্ষ সংগঠন 'ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ' (এফএনবি)। দেশের এনজিও সেক্টরে এই দ্বিধা বিভক্তির কথা অনেক দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল। গত বছরের মাঝামাঝি দেশের এনজিওদের শীর্ষ সংগঠন এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সীস ইন বাংলাদেশ (এডাব)-এর কার্যক্রমের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী বেশ কিছু শীর্ষ এনজিও যখন জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটি (জেএনএসসি) গঠন করে তখনই শুরু হয়েছিল মূলত: এফএনবি'র যাত্রা। ২৩ ফেব্রুয়ারি মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে জাতীয় এনজিও কনভেনশনে এফএনবি গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়।

এনজিওদের নব গঠিত এই শীর্ষ সংগঠনের নেতৃত্বে দিচ্ছেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ। তিনি জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক। কমিটির আয়োজনে ওই কনভেনশনে ছোট-বড় ১ হাজার ৮৫০টি এনজিও'র প্রতিনিধি বা শীর্ষ কর্তারা অংশ নেন। এনজিও সেক্টরে কাজ করার মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এনজিওদের বিভিন্ন স্বার্থ-রক্ষা ও দাতাদের অনুকূল পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছে এফএনবি।

নবগঠিত এফএনবি নিয়ে দেশের পত্র-পত্রিকায় সমালোচনাও কম হয়নি। এফএনবি গঠনের বিষয়ে বর্তমান জোট সরকারের মদদ রয়েছে বলে এডাব কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সময়ে দাবি এসব প্রতিবেদনে আরো নানা তথ্যসহ প্রতিফলিত হয়েছে। এডাবের বর্তমান শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে নানাভাবে যুক্ত থাকার যেমন অভিযোগ রয়েছে তেমনি এফএনবি'র শীর্ষ কর্তা ও উদ্যোক্তারাও বর্তমান সরকারের 'দালালি' করছেন বলে অভিযোগ শোনা যায়। দেশের সংবাদপত্র সমূহের বেশির ভাগই আওয়ামী লীগ সমর্থিত হওয়ার কারণে এফএনবিকে ওইসব পত্রিকা শুরু থেকে সন্দেহের চোখে দেখেছে এবং এফএনবি'র সাথে সরকারের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণে তৎপর থেকেছে।

আমরা চাই রাজনৈতিক দলাদলি নয়। সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহারও নয়; যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এফএনবি যাত্রা শুরু করেছে এনজিও সেক্টরের স্বার্থ রক্ষাই হোক এফএনবি'র মূল লক্ষ্য। দেশের এনজিও সমূহের নতুন এই শীর্ষ সংগঠন এনজিও এবং সরকারের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে দাতা দেশ ও সংস্থার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরীতে তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবে-এ আমাদের প্রত্যাশা।

থানায় নাগরিক অধিকার: প্রসঙ্গ নারী

শাহাব উদ্দিন নীপু

বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের নিরাপত্তা লাভের কথা বলা হয়েছে। জনগণের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে থানা পুলিশ। কাজেই, নারী-নিরাপত্তা-থানা-পুলিশ, এদের মধ্যে একটা আন্ত:সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৮৬১ সাল থেকে এই উপমহাদেশের জনগণ পুলিশ সার্ভিসের আওতায় এসেছে এবং কিছু বিতর্ক সত্ত্বেও বর্তমানে পুলিশ সার্ভিস অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ১৯৯৬ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি ১২০০ লোকের জন্য একজন করে পুলিশ রয়েছে।[1] বর্তমানেও এ অনুপাতের খুব বেশি নড়চড় হয়নি বলে আমাদের ধারণা।

থানার পাশে কানাও যায় না-এ আপ্ত বাক্যটি এখনো বিলীন না হলেও থানার সাথে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ও যোগাযোগ পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। কোনো নাগরিক, অধিকার বঞ্চনার শিকার হলে কিংবা কেউ তার অধিকার খর্ব করলে মানুষ এখনো পুলিশের সহায়তা চায়; থানায় ছুটে যায়। থানায় হরেক রকম মানুষই যায়। তাদের উদ্দেশ্যও থাকে বহুবিধ। এই বহুবিধ উদ্দেশ্যের হরেক রকম মানুষের একটা শ্রেণী হলো নারী। একজন নারী যখন তার অধিকার হারায় কিংবা সহিংসতার শিকার হয় তখন তিনি নিজে, তার প্রতিনিধি হয়ে কোনো নারী বা পুরুষ ছুটে যায় থানায়।

বক্তব্য রাখছেন এডভোকেট রেজাউল করিম চৌধুরী

থানায় এসে এই নারী কিংবা তার প্রতিনিধি কি যথাযথ অধিকার পায়? নারীটি কি তার সমস্যা বা দুরবস্থার কথা পুরোটা বলতে পারে? এসব কথা কি কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তা বা অপরাপর কর্মকর্তারা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন? বক্তব্য শোনার পর ত্বরিৎ কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় কি? এ ধরনের নানা বিষয় জানতে এবং পাশাপাশি আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো আদান-প্রদান করতে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ঘাসফুল-এর কয়েকজন উপকারভোগী পুলিশ নিয়ে তাদের তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। আলোচকদের পুলিশ বান্ধব সমাজ প্রত্যাশার বিপরীতে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাদের আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। পুলিশ কর্মকর্তারা অভিযোগ দাখিলে যথাযথ পন্থা অবলম্বনের মধ্য দিয়ে পুলিশকে সহযোগিতার আহ্বান জানান। ডবলমুরিং থানায় এসে আমরা অভাবিত এক পরিবেশ পেয়েছি, আন্তরিক আতিথেয়তা পেয়েছি; সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছি-এ আমাদের এক বড় অর্জন।

বস্তুত, পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে যত কথাই বলা হোক না কেন, এ বিভাগ সম্পর্কে আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যত প্রতিবেদন পাই সবই হতাশার। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, Not only do the citizens and business of Bangladesh regard the country's police as corrupt and unreliable; their estimates of police honesty and responsiveness have also dropped markedly over the last five years.[2] ওই সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের ৬৯ শতাংশ নারীই মনে করে পুলিশ তীব্র দুর্নীতিগ্রস্ত। এছাড়া, ৭৮ শতাংশ নগরবাসী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শতভাগই বিশ্বাস করে পুলিশ দুর্নীতিগ্রস্ত। এর আগে বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মতামত প্রদানকারীদের ৮২ শতাংশই মনে করে পুলিশ বিভাগ হলো সরকারের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত বিভাগ।[3] বিশ্ব ব্যাংকের পূর্বোক্ত সমীক্ষায় আরো দেখা যায়, নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতার এক-চতুর্থাংশ ঘটনাই পুলিশকে জানানো হয় না। কিন্তু সব ঘটনা জানানো বা জানানো হলেও সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করানো কি সম্ভব? এসব সহিংসতার ঘটনা নিবন্ধন করতে পুলিশকে গড়ে ২৮৬ টাকা এবং পুলিশি তদন্ত জোরদার করতে গড়ে ৬০ টাকা করে উৎকোচ প্রদান করতে হয়েছে।[4] পুলিশ বিভাগসহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অব্যাহত দুর্নীতির জন্যই হয়তো আমাদেরকে পর পর গত দু'বছর বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের কুখ্যাতি অর্জন করতে হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় পুলিশের কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উঠে এসেছে যা অতি পুরনোও বটে। পুলিশের বেতন ভাতা যৎসামান্য, তাদের পরিবহন সুবিধা পর্যাপ্ত নয়, থাকলেও তার পরিচালন ব্যয় এত কম যে, নাগরিকদের প্রয়োজনে পুলিশকে পকেটের টাকা খরচ করতে হয়। এই ব্যয় মেটাতে গিয়ে পুলিশকে উপরি আয় করতে হচ্ছে বলে পুলিশ কর্মকর্তারা স্বীকার করেন। পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ তারা স্বীকার না করলেও অস্বীকার করেন নি।

প্রচলিত আইন মেনে চলতে গিয়ে প্রত্যেক নাগরিককে তার অধিকার বঞ্চনা বা হারানোর প্রতিকার চাইতে পুলিশ তথা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে ছুটতে হচ্ছে। অথচ পুলিশকে জনগণ তাদের বন্ধু মনে করে না; প্রায় ক্ষেত্রে জনগণের প্রতিপক্ষ বা শোষক ও ক্ষমতাবানদের আজ্ঞাবহ ভাবে। সোজা কথা, পুলিশ বিভাগ এখন দারুণ ইমেজ সঙ্কটে আছে। এ সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য পুলিশ ও সাধারণ জনগণের সম্পর্কের উন্নয়ন দরকার। এ জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কামাল সিদ্দিকী সমাজকল্যাণমূলক কাজে পুলিশ বিভাগের সদস্যদের সম্পৃক্ততার কথা বলেছেন।[5] আমরাও চাই, পুলিশ-জনগণ সম্পর্কে বিদ্যমান টানাপোড়নের অবসান ঘটুক, প্রতিষ্ঠিত হোক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আর তা হলে নাগরিক হিসেবে একজন নারী থানায় এসে নি:সংকোচে তার সমস্যার কথা বলতে পারবে, প্রতিকার চাইতে পারবে, দ্রুত পুলিশি তৎপরতা পাবে এবং এসবের মধ্য দিয়ে নিশ্চয়তা পাবে নারীর নিরাপত্তা।

[1] Human Development Centre, 1999
[2] Bangladesh: Improving Government for Reducing Poverty, The World Bank, Novermger 2002, P.5.
[3] Mahbub ul Haq, Human Development in South Asia, Oxford University Press, Karachi, P.160.
[4] Ibid, pp.7-9
[5] Kamal Siddiqui, Towards Good Governance in Bangladesh: Fifty Unpleasant Essays, University Press Limited, Dhaka, pp.146-147.

আলোর স্বপ্ন দেখে আলেয়া

নুরুন নাহার

জীবন অনেক সুন্দর। কল্পনায় জীবনকে আরো সুন্দর মনে হয়। বাস্তবতার কঠিন নিয়মে একসময় এই সুন্দর কল্পনাগুলো মলিন বিবর্ণ হয়ে যায়। শিশু থেকে কিশোর-কিশোরী বয়সের ধাপগুলো পার হয়ে একদিন যৌবনে পদার্পণ করে মানুষ। জীবন স্বপ্ন দেখে নানা রং এ। স্বপ্ন-কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে একসময় মনের মিল খুঁজে। একজন জীবন সঙ্গীকে সাথী করে নিতে চায়।

আলেয়া বেগম। কুমিল্লার মুরাদনগর থানায় বসবাস করেন। আলেয়া বেগমের স্বামী মাহবুব আলম প্রাইভেট কারের চালক। আলেয়ার এক ভাই ড্রাইভার ছিলো। সেই সুবাদে আলেয়া বেগমের সাথে পরিচয়। ড্রাইভার মাহবুব আলম আলেয়াকে বিয়ে করে। মাহবুব আলমের বাড়ী নগরীর ডবলমুরিং থানার সিডিএ ২৫ নং-এ।

শ্বশুর বাড়িতে আলেয়াকে মেনে না নিলে নব দম্পতি ভিন্ন বাসা ভাড়া নিয়ে নতুন সংসার শুরু করে পশ্চিম মাদার বাড়ী এলাকায় দরপ আলীর কলোনীতে। শুরু হয় আলেয়ার সুখের সংসার। ১ বছর পর আলেয়ার একটি ছেলে সন্তান হয়। শ্বশুর বাড়িতে মেনে না নেয়ার কারণে আলেয়া আর সন্তান নিতে চান না। ১০ বছর ধরে আলেয়া জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি খেয়েছেন। বড়ি খেতে ভুল করে আলেয়ার অজান্তে তার গর্ভে আবারও সন্তান আসে। একমাস মাসিক বন্ধ অবস্থায়ও বড়ি খেয়ে যায় আলেয়া। তাই দুই মাসের সময় স্বামীকে নিয়ে ঘাসফুলের টিবিএ রেজিয়া বেগমের মাধ্যমে আলেয়া এমআর করাতে যায় সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। মাসিক নিয়মিত করার পর আলেয়া সন্তান না হওয়ার জন্য মেয়াদী ইনজেকশন নিতে চাইলে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বলা হয়, 'আপনাকে কপার টি পরিয়ে দিয়েছি। আপনার ৫ থেকে ১০ বৎসর বাচ্চা হবে না এমন ব্যবস্থাই দিয়েছি'। আলেয়া ঘরে ফিরে আসে। সাত দিন অসুস্থতা নিয়ে ঘরেই ছিলেন আলেয়া। সাত দিন পর পেটে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হলে ধাত্রী রেজিয়াকে খবর দেন। ধাত্রী রেজিয়া নিজে তার কপার টি খুলে দেন। তারপরও পেট ব্যথা কমে না। এক্ষেত্রে, ইসিজি, আলট্রাসনোগ্রাফি, রক্ত-প্রস্রাব সব পরীক্ষা করতে স্বামীর অনেক টাকা চলে যায়। চিকিৎসা শেষে আলেয়া সুস্থ হন। আমাদের ধারণা, কেবল সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্দিষ্ট টার্গেট পূরণ করতে গিয়ে আলেয়াকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মী।

জীবন বহতা নদী। আলেয়া আবার বড়ি খেতে শুরু করেন। তার ছেলের বয়স এখন ১২ বছর। আলেয়ার স্বামী এখন আর একটি সন্তান চান। বড়ি বন্ধ করে দিয়ে এখন তিনি ঘাসফুল ক্লিনিকের গর্ভকালীন রোগী হিসেবে ডাক্তারের ব্যবস্থায় আছেন। ৫ মাস ও ৬ মাস গর্ভকালীন সময়ে ঘাসফুল ক্লিনিকে টিটি নিয়েছেন। ধাত্রী রুফিয়াকে তিনি খুব পছন্দ করেন। তার ইচ্ছা, যদি কোন রকম জটিলতা না থাকে, ঘরেই ডেলিভারী করাবেন। আলেয়া একটি ফুটফুটে মেয়ে সন্তানের স্বপ্ন দেখেন। ছেলে হোক, মেয়ে হোক আল্লাহ যা দেন তাতেই খুশী। তিনি দুই সন্তান নিয়ে সুখের সংসার চান। আলেয়ার স্বামী তাকে খুব ভালবাসেন। তিনি খুব সুখী।

১ম ও ৫ম শ্রেণীর শিক্ষিকাদের বেসিক ট্রেনিং সম্পন্ন

ঘাসফুল পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিই) কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্কুলের মৌলিক প্রশিক্ষণ গত ২৩-৩০ জানুয়ারি সংগঠনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শেষ হয়েছে। বছরের শুরুতে ছাত্র-

মৌলিক প্রশিক্ষণে শিক্ষিকাদের সাথে প্রশিক্ষক আলো চক্রবর্তী

ছাত্রীদের পাঠদান প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে শিক্ষিকাদের এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এর মধ্যে ২৩-২৮ জানুয়ারি পাঁচদিনব্যাপী চলে ৫ম শ্রেণীর শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ এবং পরবর্তী দুইদিন প্রশিক্ষণ নেন ১ম শ্রেণীর শিক্ষিকারা। ৫ম শ্রেণীর ১০ জন ও ১ম শ্রেণীর ১২ জন শিক্ষিকাসহ মোট ২২ জন শিক্ষিকা এই মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষা বিভাগের সহকারী অফিসার আলো চক্রবর্তী এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

আপনি জানেন কি ১৮ বছরের কমবয়সী মেয়ে এবং ২১ বছরের কম বয়সী ছেলের বিয়ে করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। ?

এডলোসেন্ট ওয়ার্কশপে 'ওল্ড স্টুডেন্টস ফোরাম' গঠনের আলোচনা

কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জানা এবং তা সমাধানের উপায় খুঁজতে গত ১০ ফেব্রুয়ারি আয়োজন করা হয় এডলোসেন্ট ওয়ার্কশপ। এই কর্মশালায় কিশোরী সার্কেলের অংশগ্রহণকারী এবং ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থী ছাড়াও ৫০ জন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলো। এসব প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি 'ওল্ড স্টুডেন্টস ফোরাম' গঠনও ছিল এই কর্মশালার অন্যতম উদ্দেশ্য।

কর্মশালায় কিশোর-কিশোরী কারা তা শনাক্ত করার পাশাপাশি তাদের প্রয়োজন ও অধিকারগুলোও চিহ্নিত করা হয়। এরপর তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সমস্যা মোকাবেলায় সম্ভাব্য উপায় বাতলে দিয়েছেন সংস্থার শিক্ষা অফিসার আনজুমান বানু লিমা। তাকে সহায়তা করেছেন সহকারী অফিসার জেবুন্নেসা, আলো চক্রবর্তী, খালেদা খাতুন ও জোবেদা বেগম কলি। কর্মশালায় আলোচকদের পাশাপাশি প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরাও 'ওল্ড স্টুডেন্টস ফোরাম' গঠনের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ড্রপ-আউট হয়ে যাওয়া স্পন্সর শিশু, এনএফপিই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা এ ফোরামের সদস্য হবে এবং বিভিন্ন সময়ে ফোরাম নানান অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করবে।

ঘাসফুল-ফুলকি চুক্তি স্বাক্ষর

শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র পরিচালনায় বিশেষ সুনামের অধিকারী বেসরকারী সংগঠন ফুলকি'র সাথে ঘাসফুল গত ফেব্রুয়ারি মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় স্বাস্থ্য সুবিধা বিষয়ক জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী চট্টগ্রামের ৩০০ গার্মেন্টস কারখানায় প্রশ্নপত্র জরিপ পরিচালনা করবে ঘাসফুল। স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নিরাপত্তা ও আবাসন সুবিধা এবং শিশু পরিচর্যা সেবা নিয়ে এ জরিপ পরিচালিত হয়। গত মার্চ মাসে জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই জরিপের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে দেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে কর্মরত নারী এবং তাদের শিশুদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হবে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর ফাইল বিনিময় করছেন দুই নির্বাহী পরিচালক

পানি দিবসের গোল টেবিল বৈঠকে ভিআইপি বনে গেলেন মিলন বেগম

বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে গত ২২ মার্চ বিকেলে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ মিলনায়তনে এ্যাকশনএইড ও দৈনিক যুগান্তরের যৌথ উদ্যোগে এক গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 'বন্দর নগরীর পানি সমস্যার সমাধানে দায়বদ্ধতার সংকট : উত্তরণে করণীয়' শীর্ষক এই গোল টেবিল বৈঠকে নামদামী ব্যক্তিদের সাথে প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের উপকারভোগী মিলন বেগম।

মিলন বেগম

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মঈনুল ইসলাম অনুষ্ঠানে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন।

উপকারভোগী হিসেবে মিলন বেগমকে যখন ফ্লোর দেয়া হয় তখন হল ভর্তি প্রতিটি দর্শক-শ্রোতার চোখ জোড়া নিবদ্ধ হয় মিলন বেগমের উপর। মিলন বেগম দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, রাজামিয়া কলোনীতে থাকাকালীন তারা পানি নিয়ে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা প্রার্থী থেকে নলকূপ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছি। সার্কেলে এ্যাকশন পয়েন্ট আকারে নিয়ে এসে পানি সমস্যার সমাধান করেছি। কুমিল্লার আঞ্চলিক টানে মিলন বেগম যখন তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন, হল ভর্তি-দর্শকদের মুগ্ধতাকে আরো দীর্ঘ করে টিভি ক্যামেরাসহ ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলছিলো এমনভাবে যেনো কোনো ভিআইপি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলছেন।

মিলন বেগম জীবনের কথাই বলেছেন। তিনি তো গুরুত্বপূর্ণ। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, মিলন বেগম এ সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়াদের একজন হলেও হারিয়ে যাননি, ঘাসফুলের কল্যাণে উঠে এসেছেন, মানুষ হিসেবে বলার অধিকার পেয়েছেন। মিলন বেগমদের ঘাসফুল সম্পদ মনে করে।

উন্নয়ন কেন্দ্রের ঘরোয়া আয়োজনে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানমালা

একেবারে নিজেদের মতো করে স্মৃতিচারণ, আলোচনা, আবৃত্তি, গান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এবারের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছে নবগঠিত দু'টি উন্নয়ন কেন্দ্র ও কয়েকটি রিফ্লেক্ট সার্কেল সম্মিলিতভাবে। ২৬ মার্চ বিকেলে মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্রে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রিফ্লেক্ট ট্রেইনার খালেদা খাতুনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে '৭১-এর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এরপর '৭১-এর স্মৃতিচারণে অংশ নেন জরিনা বেগম, তাহেরা, লিলি বেগম, সাহেরা, রেণু প্রমুখ। স্মৃতিচারণ শেষে নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করে শোনান নুর জাহান ও মিলন বেগম। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে' গানটি পরিবেশন করে উপস্থিত সকলে সমবেত কণ্ঠে।

জাতীয় টিকা দিবসে ঘাসফুল নগরীর ১৩ কেন্দ্রে ৮ হাজার শিশুকে টিকা খাইয়েছে

জাতীয় টিকা দিবসে গত ৩০ মার্চ ঘাসফুল নগরীর ছয়টি ওয়ার্ডের ১৩ টি কেন্দ্রে শিশুদের পোলিও'র টিকা ও ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাইয়েছে। এদের মধ্যে ৪৩৭৬ জনকে পোলিও'র এবং ৩৩২৮ জনকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ঘাসফুল-এর নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এবং ঘাসফুল বার্তার সম্পাদকীয় উপদেষ্টা মিসেস রওশন আরা মোজাফফর বুলবুল সকালে সংস্থার ক্লিনিকে দিনের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

প্রসঙ্গত, ঘাসফুল দীর্ঘ দিন ধরে শিশুদের টিকা খাইয়ে আসছে এবং ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যতম নিয়মিত কার্যক্রম হলো শিশুদের টিকা দান।

ঘাসফুল যেসব কেন্দ্রে শিশুদের টিকা খাইয়েছে সেগুলো হলো: ২৯ নং ওয়ার্ডে ঘাসফুল স্থায়ী ক্লিনিক, ছাইল্লার কলোনী ও সোলেমান বস্তি, ৩০ নং ওয়ার্ডে সুইপার কলোনী, মাইল্যার বিল ও র‌্যালী ব্রাদার্স, ২৭ নং ওয়ার্ডে বেপারী পাড়া ইসলাম সওদাগরের বাড়ি ও ছোটপুল বড়ুয়ার কলোনী, ৩৬ নং ওয়ার্ডে জাহাঙ্গীর কমিশনারের বাড়ি, ২৩ নং ওয়ার্ডে আমিন সওদাগর বাড়ি ও ফজল সওদাগরের বাড়ি এবং ১৪ নং ওয়ার্ডে স্বদেশী ক্লাব ও উদয়ন কিন্ডার গার্টেন।

রাঙামাটিতে বার্ষিক কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা

এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ সাউথইস্ট রিজিয়নের অধীনে পরিচালিত এর ছয়টি উন্নয়ন সহযোগীর গত ২০০২ সালের কার্যক্রম নিয়ে গত ১৭ মার্চ রাঙামাটিতে গ্রীণহীল কার্যালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাউথইস্ট রিজিয়নের সবচেয়ে পুরনো উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ঘাসফুল এতে অংশগ্রহণ করেছে।

ঘাসফুলের পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এবং প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু এতে অংশগ্রহণ করেন। এতে ৬ টি ডিএ তাদের গত এক বছরের কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক, সাফল্য ব্যর্থতা প্রভৃতি তুলে ধরে। পর্যালোচনা সভার দ্বিতীয় দিনে রিজিয়নাল পার্টনার্স ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ফোরামের খসড়া গঠনতন্ত্র এবং সাউথইস্ট রিজিয়নের সহযোগিতায় ফোরামের ব্যানারে চলতি বছরে বেশ কিছু ক্যাম্পেইন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

লাইভলীহুড বিভাগে তিনটি মাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

লাইভলীহুড বিভাগের অন্যতম নিয়মিত কার্যক্রমের একটি হলো মাসিক কর্মশালা। জানু-মার্চ এ তিন মাসে তিনটি মাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত বিগত মাসের সাফল্য ব্যর্থতা ভাগাভাগি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

এর মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে জানুয়ারি মাসের কর্মশালাটি বিশেষ গুরুত্ববহ। এতে গত বছরের সংক্ষিপ্ত কর্মমূল্যায়ন করা হয়। ঘাসফুলের অর্জনের পাশাপাশি ব্যর্থতাগুলোও সনাক্ত করা হয়। এছাড়া, এ কর্মশালায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক যেমন মোট ঋণ ও সঞ্চয়, ফেরৎ, মুনাফা, সুদের হার প্রভৃতি বিষয়ে উপস্থিত সবাইকে হালনাগাদ তথ্য অবহিত করা হয়।

পরবর্তী দুটি মাসিক কর্মশালায়ও চলমান কাজের বিভিন্ন দিক এবং নতুন কাজ সম্পর্কে স্টাফরা অবহিত হন।

টিবিএ-রা মানব জীবন বিনির্মাণ করবেঃ

কর্মশালায় কেয়ার কর্মকর্তা

কেয়ার বাংলাদেশের এইচআইভি প্রোগ্রামের প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিসার সেলিম খান বলেছেন, এইচআইভি/ এইডস এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা মোকাবেলায় টিবিএ-রা নগরবস্তি এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি গত ২৭ মার্চ ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে টিবিএ-দের নিয়মিত মাসিক কর্মশালায় বক্তব্য প্রদানকালে এ কথা বলেন।

জনাব খান আরো বলেন, টিবিএ-রা জনসচেতনতা তৈরীতে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন। 'মেঘলা আকাশ' নামে একটি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী শেষে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে তিনি আরো বলেন, শুধু সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান নয়, প্রশিক্ষিত ধাত্রী হিসেবে টিবিএ-রা সুন্দর মানব জীবন বিনির্মাণে কাজ করে যাবেন।

এছাড়া, কর্মশালায় ৩০ মার্চ জাতীয় টিকা দিবসের ১ম রাউন্ড এবং ৪ মে ২য় রাউন্ডে শিশুদের টিকা দানে যথাযথ দায়িত্ব পালনের বিষয়েও টিবিএদের সচেতন করে দেয়া হয়। কর্মশালায় ৫৪ জন টিবিএ অংশগ্রহণ করেন। গত ৩০ জানুয়ারি ও ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত অপর দুটি মাসিক টিবিএ কর্মশালায় যথাক্রমে ৫০ ও ৪৬ জন ধাত্রী উপস্থিত ছিলেন। এসব কর্মশালায় শিশু স্বাস্থ্য, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, ইপিআই, ভিটামিন এ, কৃমি ও পুষ্টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

রাবেয়া সিরাজের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঘাসফুল-এ মিলাদ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল-এর প্রাক্তন সভানেত্রী ও একনিষ্ঠ সহযোগী, বিশিষ্ট সমাজসেবিকা মরহুম রাবেয়া সিরাজের ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৯ মার্চ বুধবার ঘাসফুল মিলনায়তনে এক মিলাদ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ঘাসফুল প্রকল্প কার্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে সংস্থার অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা মরহুমার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং সভানেত্রী হিসেবে ঘাসফুল-এর বিকাশের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করেন। বক্তারা মরহুমাকে একজন রত্নগর্ভা হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, তার উল্লেখযোগ্য অবদানের ফলে এলিট পেইন্ট গ্রুপ অব কোম্পানীজ আজকের অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছে। এর আগে মরহুমা রাবেয়া সিরাজের স্মরণে এক মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিলাদের পর পরই মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এ শোক বইবার শক্তি প্রার্থনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। প্রসঙ্গত, সমাজসেবায় অসামান্য অবদানের জন্য ঘাসফুলের পক্ষ থেকে গত বছর মরহুমা রাবেয়া সিরাজকে মরণোত্তর সম্মামনা প্রদান করা হয়।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

পরিবার পরিকল্পনা সেবা : ঘাসফুলের কর্ম এলাকায় গত তিন মাসে সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ২৬০১ টি জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পিল, কনডম, ইনজেকশন, কপার টি, ভেসেকটমি ও লাইগেশন। উল্লেখ্য, সংস্থার ক্লিনিক্যাল পদ্ধতির অনুমোদন না থাকায় ইনজেকশন, কপার টি ও বন্ধ্যাকরণের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে গ্রাহকদের।

সাধারণ রোগের চিকিৎসা : জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসে সংস্থার স্থায়ী ক্লিনিকের ২৬ টি সেশনের মাধ্যমে মোট ২ হাজার ২৭৭ জন দরিদ্র রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

ইপিআই ও টিটি : ধনুষ্টংকার, হাম, যক্ষা, টিটেনাস, হুপিং কাশি, পোলিও প্রভৃতি থেকে ০-১ বছরের শিশুদের রক্ষার লক্ষ্যে ৪১২ জনকে ইপিআই টিকা প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, ধনুষ্টংকার প্রতিরোধ ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে গত তিন মাসে ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ৬৫০ জনকে টিটি প্রদান করা হয়েছে।

নিরাপদ প্রসব : ঘাসফুলের প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যতম নিয়মিত কার্যক্রম হলো নিরাপদ প্রসবে মায়েদের সহায়তা প্রদান। এ জন্য ঘাসফুলের কর্ম এলাকায় প্রশিক্ষিত ৫৫ জন ধাত্রী কাজ করেছেন। এই ধাত্রীদের হাতে গত তিন মাসে ৪৫৮ জন নব জাতকের জন্ম হয়েছে।

গার্মেন্টস ভিত্তিক চিকিৎসা সেবা : গার্মেন্টসে কর্মরত নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবার মান নিশ্চিত করতে গত মার্চ মাস পর্যন্ত ৪ হাজার ৮৮৩ জনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ঘাসফুল বন্দর নগরীর ২২ টি গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি তাদেরকে যৌন রোগ ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে পরামর্শও প্রদান করা হয়ে থাকে।

সমিতি দলনেত্রী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সঠিক আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণ দান, দলনেত্রীদের কার্যক্রম বাড়ানো, সমিতির সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সেগুলো সমাধানের উপায় বের করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে গত ৩ মার্চ লাইভলীহুড বিভাগের মিলনায়তনে সমিতি দলনেত্রী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাসফুলের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির অধীনে যে সব সমিতি রয়েছে সেগুলো থেকে বাছাই করে সমিতি নেতা মনোনীত করা হয়েছে। এসব সমিতির উদ্ভূত সমস্যা সমাধান এবং বিশেষত ঋণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সমিতি নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সমিতি নেতাদের বিভিন্ন বিষয় অবহিত করার জন্য নিয়মিত বিরতিতে এ ধরনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রশিক্ষণে সহকারী কর্মকর্তা গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম এবং সাইদুর রহমান সাঈদ সমিতি দলনেত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

নিরাপদ পানি
স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণহীন
সকল প্রকার আবর্জনামুক্ত
সব ধরনের রোগ-জীবাণু,
ভাইরাস ও প্যারাসাইডসমুক্ত
সকল রাসায়নিক ও
খনিজ পদার্থের নিয়ন্ত্রিত মাত্রাযুক্ত।

স্বাস্থ্য বিষয়ক 'গ্রুপ মিটিং' শুরু হলো

স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা তথ্যকে উপকারভোগীদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ঘাসফুল চলতি বছরের শুরুতে নতুন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে যার নাম 'গ্রুপ মিটিং'। গত তিন মাসে ১৫টি গ্রুপ সভায় ১৮৩ জন নারীকে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

মূলত: বস্তির অনগ্রসর নারী সমাজকে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এ কর্মসূচিটি হাতে নেয়া হয়েছে। এ গ্রুপ মিটিং সবার উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হয় বলে সকলে একযোগে সচেতন হতে পারে। এছাড়া, অনেকে গোপন করতে চায় এমন সমস্যার সমাধানও অন্যের আলোচনার সূত্র ধরে পেয়ে যায়।

সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সমিতি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ গত ২৬ জানুয়ারি সংস্থার ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতি পরিচালনায় উদ্ভূত সমস্যা সমাধান ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

সমিতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা; সমিতির দলনেত্রী, সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষের কাজ, সঞ্চয় ও ঋণের নীতিমালা, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্যতা যাচাই ও নির্বাচন, যোগাযোগ রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা চলে আধ বেলার এই প্রশিক্ষণে। লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা সাইদুর রহমান সাঈদ, গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম এবং তাঈম-উল আলম এতে সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

কমিউনিটি সভায় ক্লিনিক ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালুর দাবি

লাইভলীহুড বিভাগের উদ্যোগে গত ৬ ফেব্রুয়ারি নগরীর মতিয়ার পোল এলাকায় কমিউনিটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে সেখানে একটি ক্লিনিক স্থাপন ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলার দাবি জানানো হয়েছে।

সভায় এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে মো: আব্বাস উদ্দিন ও মোহাম্মদ ইউনুস এবং ঘাসফুলের পক্ষ থেকে সহকারী ম্যানেজার (প্রোগ্রাম) লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমূল, ইন্টারনাল অডিটর মারুফুল করিম, কালেক্টর মো: ওমর ফারুক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সহকারী কর্মকর্তা তাঈম-উল আলমের সার্বিক পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন টুটুল কুমার দাশ।

ঘাসফুলের পক্ষ থেকে সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরার পর স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের দাবির কথা জানায়। ঘাসফুল যেহেতু নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাই ক্রমান্বয়ে এসব দাবি পূরণের আশ্বাস দেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

মোঃ আরিফুর রহমান (ইপসা), জেসমিন সুলতানা পাপ্পু (বিটা), মুনমুন গুলশান (এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ), কাবেরী বল (সিডাব্লিউএফডি), নুর-ই-আকবর (ওয়াচ), শাহাব উদ্দিন নীপু (ঘাসফুল), মোঃ মাসুদ (ডিআরসি) এবং সেলিনা আক্তার (সিডাব্লিউএফডি)

এই টাস্ক ফোর্স একটি পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গঠনের লক্ষ্যে কাজ করবে। আগামী ৭ এপ্রিল ডিআরসিতে টাস্ক ফোর্সের পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

এনএফপিই স্কুলে কোর্স সম্পন্নকারীদের বোনাস প্রদান

ঘাসফুল পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা এনএফপিই কর্মসূচির অধীনে কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের সংস্থার পক্ষ থেকে বোনাস প্রদান করা হয়েছে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি সংস্থার প্রকল্প কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে এই বোনাস প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গত, গত পাঁচ বছর ধরে এসব ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে সঞ্চয় করে আসছিল। সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এসব ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী উচ্চ শিক্ষা যাতে অব্যাহত রাখতে পারে এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে সে লক্ষ্যে এই সঞ্চয় কর্মসূচি শুরু করা হয়।

বোনাস প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ

ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলে প্রাক-স্কুল দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও একেকটি কেন্দ্রে দু'টির বেশি শ্রেণী রাখা হয় না। পাঁচ বছর আগে প্রাক-স্কুল দিয়ে শুরু করা বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী গত ডিসেম্বরে তাদের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা সম্পন্ন করেছে। এসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে পশ্চিম মাদারবাড়ি এলাকায় অবস্থিত ঘাসফুল জমির উদ্দিন স্কুলের ২৮ জন শিক্ষার্থী তাদের সঞ্চয়ের পাশাপাশি বোনাস লাভ করেছে। উল্লেখ্য, নিয়মিত দৈনিক এক টাকা করে যেসব শিক্ষার্থী সঞ্চয় করেছে তারা বোনাসসহ সঞ্চয়ের দ্বিগুণ টাকা ফেরত পেয়েছে। উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে বোনাসের হার নির্ধারণ করা হয়।

সঞ্চয়কৃত এই অর্থ এবং বোনাস দুইয়ের উপর ভর করে কোর্স সম্পন্নকারী অনেক শিক্ষার্থী পা রেখেছে উচ্চ বিদ্যালয়ের দরজায়। শিক্ষার অনির্বাণ আলো তাদের অনেক দূর নিয়ে যাবে বলে ঘাসফুলের বিশ্বাস।

স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থীরা

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে সরকারীভাবে বিভাগীয় অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে আয়োজিত কুচকাওয়াজে অংশ নিয়েছে ঘাসফুল পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ২৬ মার্চ সকালে চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার মো: কাতেবুর রহমান। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থীরাও প্রধান অতিথিকে সালাম জানায়। এতে ঘাসফুল স্কুলের ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এ সময় শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষা অফিসার আনজুমান বানু লিমা, সহকারী অফিসার জেবুন্নেসা, আলো চক্রবর্তী, জোবেদা বেগম কলি ছাড়াও তিন জন শিক্ষিকা নুরুল নাহার নার্গিস, নাসিমা আক্তার ও গুলশান আরা বেগম উপস্থিত ছিলেন।

কুচকাওয়াজে ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থীরা

ঘাসফুল-ব্লাস্ট চুক্তি স্বাক্ষর

জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইনটারভেনশনস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি প্রকল্পে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর সাথে ঘাসফুল নতুন চুক্তি গত ২৪ ফেব্রুয়ারি এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঘাসফুল স্বাক্ষর করেছে ও ব্লাস্টের পক্ষে স্ব স্ব সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক যথাক্রমে শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ও ফজলুল হক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সারাদেশে মোট ১২ টি সংগঠনের সাথে ব্লাস্ট নতুন এই প্রকল্পে কাজ শুরু করেছে। চট্টগ্রামে এই প্রকল্পে কাজের জন্য ব্লাস্ট, ঘাসফুলকেই বেছে নেয়। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের তিনটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য প্রশিক্ষণ

আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড নির্বাচন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক এক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গত ১৫ মার্চ সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত ২০ জন সদস্য এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

যে সব সদস্য কোন রকম প্রশিক্ষণ ছাড়া ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত তাদের ব্যবসায়কে আরো গতিশীল ও স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে ঘাসফুল প্রায়ই এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

প্রশিক্ষণে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড ও এ ধরনের কাজ নির্বাচন, পুঁজি ঠিক রাখার পদ্ধতি, পরিকল্পনা ও ব্যবসায়ে তার প্রয়োগ, ব্যবসায় পরিচালনায় ঝুঁকি ও তার মোকাবেলা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী ম্যানেজার (কর্মসূচি) লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল ও সহকারী কর্মকর্তা গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

ঘাসফুলে প্রশিক্ষণ নিলো ২২ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শীর্ষক পাঁচ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ২২-২৬ ফেব্রুয়ারি ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ২২ সদস্যের একটি দল এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ের বিভিন্ন ধরন ও তা থেকে সুবিধাজনকটি খুঁজে নেয়ার কৌশল, ব্যবসায় পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপ যেমন-বাজারজাতকরণ, উৎপাদন, আর্থিক দিক বিশ্লেষণ, ব্যবসায় পরিকল্পনা তৈরি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।

প্রসঙ্গত, এই প্রশিক্ষণে একটি মডিউল অনুসরণ করা হয় যা জবস/ইউএসএইড-এর সহায়তায় ২০০১ সালে ইডিবিএম প্রশিক্ষণের সময় তৈরি করা হয়। উক্ত মডিউল অনুসরণে ২০০১ সালেই ৩০০ জন সদস্যকে উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত বছরে এবং চলতি বছরেও তা অব্যাহত আছে।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণটি পরিচালনায় ঘাসফুলে তিন সদস্যের একটি দল রয়েছে। দলনেতা সহকারী ম্যানেজার (কর্মসূচি) লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, সহকারী কর্মকর্তা গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম এবং সাইদুর রহমান সাঈদের সহায়তায় এই প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন।

প্রশিক্ষণের শেষ দিনে ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে লাইভলীহুড কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন, প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কো-অর্ডিনেটর ডা. সায়েমা আক্তার, শিক্ষা বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাইফউদ্দিন আহমদ, প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ওয়াচ গ্রুপের সমন্বিত বৈঠক ও জেলা টাস্ক ফোর্স গঠিত

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে ঘাসফুল গঠিত ওয়াচ গ্রুপ সমূহের সমন্বিত বৈঠক গত ২২ মার্চ সংগঠনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বিভিন্ন ওয়াচ গ্রুপের নতুন ও পুরনো সদস্যসহ ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন। আগামী ২৬ এপ্রিল ওয়াচ গ্রুপের নিয়মিত মাসিক বৈঠকে ওয়াচ গ্রুপ পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই বৈঠকে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের জেন্ডার ফোকাল পার্সন শাহাব উদ্দিন নীপু। তাকে সহায়তা করেন শিক্ষা অফিসার আনজুমান বানু লিমা এবং রিফ্রেশ ট্রেইনার মু. মিজানুর রহমান।

বৈঠকে ঘাসফুলের কর্ম এলাকায় সংঘটিত দুটো সহিংসতার ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং তাদেরকে আইনী সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এদিকে, একই উদ্দেশ্যে একটি জেলা কমিটি গঠনের লক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা গত ৩১ মার্চ চান্দগাঁওস্থ ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টারে (ডিআরসি) অনুষ্ঠিত হয়। ডিআরসি'র সমন্বয়কারী মো: আরিফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা হচ্ছেন মুহম্মদ ইদ্রিস (দৈনিক পূর্বকোণ ও চট্টগ্রাম নাগরিক উদ্যোগ). (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সংবর্ধিত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

সমাজসেবা ও নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ চট্টগ্রাম সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক সংবর্ধিত হয়েছেন। গত ১৪ মার্চ কে বি আবদুল আজিজ মিলনায়তনে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান মিসেস রহমানের গলায় পদক পরিয়ে দেন। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখিকা ফাহমিদা আমিন এবং শিক্ষাবিদ ড. জয়নাব বেগমসহ বেশ ক'জন গুণী ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

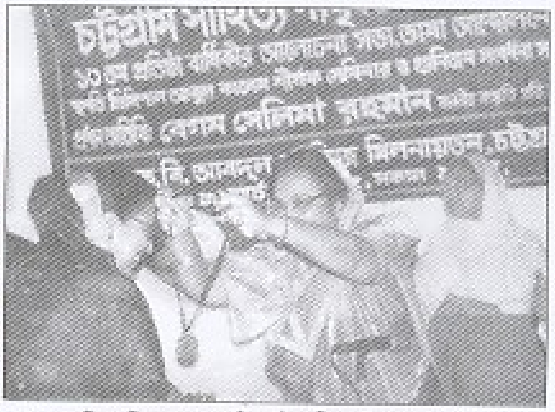

পদক পরিয়ে দিচ্ছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমান

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোঃ আলী কুসুমপুরী। প্রধান অতিথি সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান বলেন, গুণীজনরা এ সমাজের সম্পদ। তাদেরকে দেশ ও দশের কাছে পরিচিত করানো এবং তাদের সৃষ্টি সম্পর্কে সবাইকে জানানো আমাদের কর্তব্য। তিনি চট্টগ্রাম সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদকে তাদের এই মহতী উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানান।

সংবর্ধনার জবাবে মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বলেন, সংবর্ধনা কাজের চাপ বাড়িয়ে দেয়। গরিব ও দু:স্থ মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে ঘাসফুল যে যাত্রা শুরু করেছে তার বদৌলতে এ সম্মাননা। তিনি আমৃত্যু সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য কাজ করার সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেন।

আর্সেনিক, আয়রন, ও লবণাক্ততার ক্ষেত্রে ফুটালে পানি বাষ্প হয়ে কমে গিয়ে সংশ্লিষ্ট খনিজ উপাদানের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে ফেলে।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ২
সংখ্যা ১
জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩

মোগলটুলি ও দক্ষিণ আবিদুর পাড়ায় ঘাসফুলের সহায়তায় উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন

নগরীর মোগলটুলি ও দক্ষিণ আবিদুর পাড়ার উদ্যোগে সেখানে দু'টি উন্নয়ন কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার রিফ্লেক্ট সার্কেলের অংশগ্রহণকারী এবং এলাকাবাসীদের উদ্যোগে এ যাত্রা সম্ভব হয়েছে।

দক্ষিণ আবিদুর পাড়া উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে ঘাসফুলের গোলাপ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সামসুদ্দিন কলোনীতে এক কমিউনিটি সভার আয়োজন করা হয়। এতে ২৭ নং ওয়ার্ড কমিশনার জালাল উদ্দিন, মহিলা কমিশনার সৈয়দা রেহানা কবির রানু, এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ সাউথইস্ট রিজিয়নের সহযোগী সমন্বয়কারী এনামুল কবির, ট্যাপ-ট্রেইনার শফিকুল সালেহ, আবিদিয়া রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: সুলতান আহমেদ, মো: সেকান্দর মেম্বার, এলাকার সর্দার হাজী আবুল হোসেন, বাড়িওয়ালা সামসুদ্দিনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফুউদ্দিন আহমেদ। গোলাপ উন্নয়ন কেন্দ্রের অংশগ্রহণকারী সাজিয়া, বেগম ও নাসিমা এ সার্কেলের সূচনা থেকে এ পর্যন্ত অগ্রগতি, বিভিন্ন এ্যাকশন পয়েন্ট বাস্তবায়নের খবরাখবর ও আইনী সহায়তা লাভের কথা তুলে ধরেন।

বক্তারা বলেন, আজ থেকে দক্ষিণ আবিদুর পাড়া উন্নয়ন কেন্দ্রের যাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলেও এর শেকড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। শূণ্য থেকে শুরু করে এই উন্নয়ন কেন্দ্র আজকের অবস্থানে এসেছে। বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ঘাসফুলের সহায়তায় এই কেন্দ্র অদূর ভবিষ্যতে এ এলাকার প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনে পরিণত হবে। উপস্থিত সকলের সম্মতিতে এই কেন্দ্রের সদস্য হিসেবে ৫১ টাকা ভর্তি ফি এবং মাসিক পাঁচ টাকা হারে সদস্য ফি নির্ধারণ করা হয়।

মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন করছেন কমিশনার রেহানা কবির রানু

এ দিকে দক্ষিণ আবিদুর পাড়া উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধনের দুইদিনের মাথায় একইভাবে উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্রের। গত ৪ ফেব্রুয়ারি মহিলা কমিশনার সৈয়দা রেহানা কবির রানু এই উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে মোগলটুলি বার কোয়ার্টার এলাকায় ঐদিন এক কমিউনিটি সভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় মহল্লার সর্দার বাদশা মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মহিলা কমিশনার সৈয়দা রেহানা কবির রানু, এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ সাউথইস্ট রিজিয়নের সহযোগী সমন্বয়কারী এনামুল কবির, মোগলটুলি বাজার কমিটির সর্দার মোহাম্মদ আলী মেম্বার, বায়তুল জান্নাত মহল্লা কমিটির সর্দার মো: এসকান্দর, গণকল্যাণ ক্লাবের সভাপতি আবছার উদ্দিন, বাড়িওয়ালা মো: মহসিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফুউদ্দিন আহমদ এবং অনুষ্ঠান উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষা অফিসার আনজুমান বানু লিমা।

মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্রের সূচনা, দীর্ঘ যাত্রা পথের নানা অর্জন ও ব্যর্থতা এবং ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপদেষ্টামণ্ডলী
মিসেস শাহানা আনিস
ডেইজি মওদুদ
এম এইচ ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
মিসেস রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
শাহাব উদ্দিন নীপু

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াৎ হোসেন
ডাঃ সায়েমা আক্তার
সাইফুউদ্দিন আহমদ

সহযোগিতায়
নাসরিন ইসলাম
ইয়াসমীন ইউসুফ
শামীম আরা লুসি

দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর ঘাসফুল-এর কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত

নগর বস্তি ও অনুন্নত এলাকাসমূহে বসবাসকারী অধিকারবঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং শিক্ষাসহ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে বেসরকারী সংস্থাসমূহ অসামান্য অবদান রাখছে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল-এর উদ্যোগে গত ২৩ জানুয়ারি হালিশহরস্থ হিন্দু পাড়ায় আয়োজিত এক কমিউনিটি সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

বক্তব্য রাখছেন ওয়ার্ড কমিশনার নুরুল আলম

ঘাসফুল-এর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় ৩৮ নং ওয়ার্ড কমিশনার নুরুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় শাপলা সংঘের সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র দে, পদ্মকলি সংঘের সাধারণ সম্পাদক তনু রঞ্জন দাশ এবং উদয়ন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তনু দত্ত। সংগঠনের প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপুর স্বাগত বক্তব্য ও উপস্থাপনায় এতে ঘাসফুল-এর বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফুউদ্দিন আহমদ, ক্রেডিট অফিসার লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, স্বাস্থ্য বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার খবীর উদ্দিন। বক্তব্য রাখেন সেভিংস ম্যানেজার আবেদা বেগম, সিনিয়র একাউন্টস অফিসার স্মৃতি চৌধুরী, সহকারী অফিসার সাঈদুর রহমান, টুটুল কুমার দাশ, তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ সেলিম, তাঈম-উল-আলম প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর এলাকায় জানুয়ারি মাসের শুরুতে ঘাসফুল একটি জরিপ কাজ চালায় এবং জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে এ এলাকার অধিবাসীদের সাথে মতবিনিময়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এলাকাবাসীদের আগ্রহ এবং প্রকৃত চাহিদা বিবেচনা করে ঘাসফুল ইতিমধ্যে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম শুরু করেছে।

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

আইকো, ৪ সিডিএ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল এমসিএইচ এফপি এন্ড এফ ডি এসোসিয়েশন, ১৩৬১, ডিটি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন : ৭১৪৫১৯, E-mail: ghashful @ spnetctg.com হতে প্রকাশিত।